ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো.আখতারুজ্জামান বলেছেন, বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে অপপ্রচারের করে তরুণ শিক্ষার্থীদের উত্তেজিত করার একটি অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠানে উপাচার্য এ কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস তৈরি করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। জঙ্গি মতাদর্শে বিশ্বাসী, চরমভাবাপন্ন, মাদকসেবী ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনো কিছুকেই বিশ্ববিদ্যালয় কখনো স্বাগত জানাবে না।

বহিরাগত বিষয়ে অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবেই একটা প্রতিবন্ধকতা দেওয়া থাকে। এটা মানুষ ঠেকানোর জন্য নয়। সেখানে একজন নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। তার বসার জন্য একটা ঘর করতে হয়। সেটা হচ্ছে নিরাপত্তাচৌকি। আজকের এই অনুষ্ঠানে কত মানুষ আছে, প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা আছেন-কই তাদের তো কোথাও কোনো গেটে নিষেধাজ্ঞা বা বাধা দেওয়া হয়নি। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় উন্মুক্ত। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পীদের সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে।

উপাচার্য বলেন, যারা মানসিকভাবে বিরক্ত থাকেন, তারা জনউত্তেজনা তৈরির জন্য নানা রকম অপতথ্য প্রচার করেন। এগুলো থেকে সকলকে সাবধান থাকতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৭ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, মো. রাগিব রহমান, সঞ্জয় বসাক, ফারজানা তাসনীম পিংকী, জাকিয়া জাহান মুক্তা, মো. শামিম হোসেন, ওয়াহিদা জামান শিথী, সাইয়্যেদুজ্জামান, জিনাত শারমিন, দায়েদ হাসান ও দূর্জয় চক্রবর্তী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কারের সনদপত্র ও চেক তুলে দেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তার স্মৃতির উদ্দেশে পরিবারের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।